♣ উত্তরপত্র

১০তম-২০ তম বিসিএস ভূগোল পরিবেশ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা

Total questions : 42 Total marks : 42

---

1) বাংলাদেশের বৃহত্তর নদী কোনটি?

1)
পদ্মা

2)
ব্রহ্মপুত্র

✔ 3)
মেঘনা

4)
যমুনা

ব্যাখ্যা : মেঘনা নদী বা মেঘনা আপার নদী বাংলাদেশের দক্ষিণ - পূর্বাঞ্চলের কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, মুন্সীগঞ্জ, চাঁদপুর এবং লক্ষ্মীপুর জেলার একটি নদী। নদীটির দৈর্ঘ্য ৩৩০ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ৩৪০০ মিটার এবং নদীটির প্রকৃতি সর্পিলাকার। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বা "পাউবো" কর্তৃক মেঘনা আপার নদীর প্রদত্ত পরিচিতি নম্বর দক্ষিণ - পূর্বাঞ্চলের নদী নং ১৭। মেঘনা বাংলাদেশের গভীর ও প্রশস্ততম নদী এবং অন্যতম বৃহৎ ও প্রধান নদী।

2) বাংলাদেশে সারা বছর নাব্য ভ্রমণ নদীপথের দৈর্ঘ্য কত?

✔ 1)
৫,২০০কি :মি

2)
৮,০০০কি :মি

3)
১১,০০০কি :মি

4)
৮,৫০০কি :মি

ব্যাখ্যা : বর্ষাকালে বাংলাদেশের নদীপদের দৈর্ঘ্য ৬০০০ কিমি.। তবে দেশের নদীগুলোতে পলি পড়ে যাওয়ায় শুকনো মৌসুমে নদীপথ কমে আসছে। উল্লেখ্য, উপনদী ও শাখানদীসহ বাংলাদেশের নদীর মোট দৈর্ঘ্য ২৪,১৪০কি,মি।

Hello BCS

3) রাজশাহীর উত্তরাংশ, বগুড়ার পশ্চিমাংশ, রংপুর ও দিনাজপুরের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত -

1) পললগঠিত সমভূমি
✔ 2) বরেন্দ্রভূমি
3) চলনবিল
4) পাহাড়পুর

ব্যাখ্যা : রাজশাহীর উত্তরাংশ, বগুড়ার পশ্চিমাংশ, রংপুর ও দিনাজপুরের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত - - - - বরেন্দ্রভূমি। বরেন্দ্র ভূমি হলো বেঙ্গল বেসিনের বৃহত্তম প্লেইস্টোসিন যুগের ফিজিওগ্রাফিক ইউনিট। এটি বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগ ও রংপুর বিভাগের অধিকাংশ দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, রাজশাহী, বগুড়া ও জয়পুরহাট জেলা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের সম্পূর্ণ উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং অধিকাংশ মালদহ জেলা পূর্ণ করে। এটিবাংলাদেশের বিভিন্ন পৃথক বিভাগে উত্তর - পশ্চিম অংশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ আচ্ছাদিত এলাকা নিয়ে গঠিত যার মোট এলাকা প্রায় ১০০০০ বর্গকিমি যার বেশিরভাগই পুরাতন পলি সম্বলিত।

4) বাংলাদেশের পাহাড় শ্রেণীর ভূতাত্ত্বিক যুগের ভূমিরূপ হচ্ছে-

1)
প্লাইসটোসিন যুগের

2)
মায়োসিন যুগের

3)
ডেবোনিয়ান যুগের

✔ 4)
টারশিয়ারী যুগের

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশের দক্ষিণ - পূর্ব, উত্তর ও উত্তর - পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ টারশিয়ারী যুগের হিমালয় পর্ব উত্থিত হওয়ার সময় সৃষ্টি হয়েছি। এ পাহাড়গুলো বেলে পাথর ও কর্দম দ্বারা গঠিত।

5)
গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার সম্মিলিত নদী অববাহিকার কত শতাংশ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত?

✔ 1)
৩৩

2)
৪

3)
১৪

Hello BCS

4)
৭

6) পুনর্ভবা, নাগর, কুলিখ ও টাঙ্গন কোন নদীর উপনদী?

✔ 1)
মহানন্দা

2)
ব্রহ্মপুত্র

3)
কুমার

4)
যমুনা

ব্যাখ্যা : পুনর্ভবা, নাগর, কুলিখ ও টাঙ্গন মহানন্দা নদীর উপনদী। মহানন্দা নদী বাংলাদেশ - ভারতের একটি আন্তঃসীমান্ত নদী। নদীটির দৈর্ঘ্য ৩৬০ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ৪৬০ মিটার এবং নদীটির প্রকৃতি সর্পিলাকার। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বা "পাউবো" কর্তৃক মহানন্দা নদীর প্রদত্ত পরিচিতি নম্বর উত্তর - পশ্চিমাঞ্চলের নদী নং ৯৫। পুনর্ভবা, নাগর, টাংগন, কুলিক নদীগুলি মহানন্দা নদীর উপনদী।

7) যমুনা নদী কোথায় পতিত হয়েছে?

✔ 1)
পদ্মায়

2)
বঙ্গোপসাগরে

3)
ব্রহ্মপুত্রে

4)
মেঘনায়

ব্যাখ্যা : যমুনা গোয়ালন্দের কাছে পদ্মা নদীর সাথে মিশেছে। এর পূর্ব নাম জোনাই। ১৭৮৭ সালে ভূমিকম্পে যমুনা নদী সৃষ্টি হয় যা রাজশাহী অঞ্চল ও ঢাকা অঞ্চল আলাদা হয়। উৎপত্তিস্থল হতে এর দৈর্ঘ্য ২৪০ কিলোমিটার।

8) খুলনা হার্ডবোর্ড মিলে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় কোন ধরনের কাঠ?

✔ 1)

Hello BCS

সুন্দরী

2)
গেওয়া

3)
চাপালিশ

4)
কেওড়া

ব্যাখ্যা : খুলনা হার্ডবোর্ড মিলে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় সুন্দরী কাঠ। খুলনা হার্ড বোর্ড মিলস লিমিটেড ১৯৬৫ সালে খুলনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি কানাডিয়ান সরকারের মালিকানাধীন সংস্থা কানাডিয়ান বাণিজ্যিক কর্পোরেশন দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। সংস্থাটি ১৯৬৬ সালে সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ বন থেকে সুন্দর কাঠ ব্যবহার করে উৎপাদন শুরু করে। এটি ভৈরব নদীর তীরে প্রায় ১০ একর জায়গায় নির্মিত হয়েছিল। প্রতিদিন এক হাজার টন কাঠ উৎপাদন করতে সক্ষম হয় যা পুরো ক্ষমতার সাথে অপারেটিং করে প্রতিদিন 25 টোন বোর্ড করে । ১৯৯১ সালে বন বিভাগ সুন্দরবন থেকে সুন্দরীর সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। খুলনা হার্ড বোর্ড মিলস লিমিটেডের হোল্ডিং সংস্থা বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন বিভিন্ন কাঁচামাল ব্যবহারে স্থানান্তরিত হয়েছে। কাঁচামালের ব্যয় এবং হ্রাস মুনাফার দাম বাড়িয়েছে। কারখানাটি ২০০২ সালে বন্ধ ছিল।

9) এশিয়ার দীর্ঘতম নদী কোনটি?

1)
হোয়াংহো

2)
গংঙ্গা

3)
সিন্ধু

✔ 4)
ইয়াংসিকিয়াং

ব্যাখ্যা :

নোট : চীন তথা এশিয়ার দীর্ঘতম নদী হলো ইয়াংসিকিয়াং, যার দৈর্ঘ্য ৬,৩৮০ কিলোমিটার।

10) 'ম্যাকাও' চীন সাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপ যা কিনা একটি ইউরোপীয় দেশের কলোনি। ঐ ইউরোপীয় দেশটির নাম কি?

1)

নেদারল্যান্ড

2)
স্পেন

✔ 3)
পর্তুগাল

4)
ইউকে

ব্যাখ্যা : ১৫৫৭ সালে ম্যাকাও পর্তুগিজদের দখলে আসে। দীর্ঘ ৪৪২ বছর পর ১৯৯৯ সালে ম্যাকাও চীনের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

11) বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ কোনটি?

1)
চুনাপাথর

✔ 2)
গ্যাস

3)
সাদামাটি

4)
কয়লা

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ হলো - প্রাকৃতিক গ্যাস। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন। প্রাকৃতিক গ্যাস পেট্রলিয়াম জাতীয় পদার্থ।

12) ধলেশ্বরী নদীর শাখা নদী কোনটি?

1)
শীতলক্ষ্যা

2)
ধরলা

3)
বংশী

✔ 4)

Hello BCS

বুড়িগঙ্গা

ব্যাখ্যা : ধলেশ্বরী নদীর শাখা নদী বুড়িগঙ্গা। বুড়িগঙ্গা নদী বাংলাদেশের উত্তর - কেন্দ্রীয় অঞ্চলের ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ জেলার একটি নদী। নদীটির দৈর্ঘ্য ২৯ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ৩০২ মিটার এবং নদীটির প্রকৃতি সর্পিলাকার। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বা "পাউবো" কর্তৃক বুড়িগঙ্গা নদীর প্রদত্ত পরিচিতি নম্বর উত্তর - কেন্দ্রীয় অঞ্চলের নদী নং ৪৭। তবে বর্তমানে এটা ধলেশ্বরীর শাখাবিশেষ। কথিত আছে, গঙ্গা নদীর একটি ধারা প্রাচীনকালে ধলেশ্বরী হয়ে সোজা দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে মিশেছিল। পরে গঙ্গার সেই ধারাটির গতিপথ পরিবর্তন হলে গঙ্গার সাথে তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবে প্রাচীন গঙ্গা এই পথে প্রবাহিত হতো বলেই এমন নামকরণ। মূলত ধলেশ্বরী থেকে বুড়িগঙ্গার উৎপত্তি।

13) কাপ্তাই থেকে প্লাবিত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপত্যকা এলাকা -

1)
মারিস্যা ভ্যালি

✔ 2)
ভেঙ্গী ভ্যালি

3)
জাবরী ভ্যালি

4)
খাগড়া ভ্যালি

ব্যাখ্যা : কাপ্তাই থেকে প্লাবিত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপত্যকা এলাকা - - - - - - ভেঙ্গী ভ্যালি। 'উপত্যকা' দুইটি পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত সমতল হতে পারে বা অসমতল হতে পারে , ঢালু, প্রশস্ত ভূমিক্ষেত্র। এর ভেতর দিয়ে নদী প্রবাহিত হতে পারে বা না - ও পারে। পর্বতের শীর্ষ থেকে যখন বরফ গলা পানি বা বৃষ্টির পানির স্রোত যখন পর্বতের খাড়া ঢাল বেয়ে দ্রুতবেগে নেমে আসে, তখন পাহাড়ের শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে, হাজার হাজার বছর ধরে উপত্যকার সৃষ্টি হয়। ভেঙ্গি ভ্যালি কাপ্তাই থেকে প্লাবিত একটি উপত্যকা।

14) ভৌগলিক ভাবে গুরুত্বপূর্ন যে কাল্পনিক রেখাটি বাংলাদেশের উপর দিয়ে গিয়েছে তা হল-

1)
মূল মধ্যরেখা

✔ 2)
কর্কটক্রান্তি রেখা

3)
মকরক্রান্তি রেখা

4)

Hello BCS

আন্তজার্তিক তারিখ রেখা

ব্যাখ্যা : কর্কটক্রান্তি বা কর্কটক্রান্তি রেখা (কর্কট মানে কাঁকড়া) বা উত্তর বিষুব পৃথিবীর মানচিত্রে অঙ্কিত প্রধান পাঁচটি অক্ষাংশের একটি।

এটি বিষুবরেখা হতে উত্তরে অবস্থিত এবং ২৩ ডিগ্রী ২৬ মিনিট ২২ সেকেন্ড অক্ষাংশ বরাবর কল্পিত একটি রেখা।

এটি বাংলাদেশের প্রায় মাঝামাঝি দিয়ে গেছে।

একে ট্রপিক অব ক্যান্সার ও বলা হয়ে থাকে

15) গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে পাক ভারত উপমহাদেশে কোন ব্রিটিশ প্রথম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন?

✔ 1)
লর্ড লিনলিথগো

2)
মি. জে এইচ বি হেলেন

3)
লর্ড ক্লাইভ

4)
ওয়ারেন হেস্টিংস

ব্যাখ্যা : গবাদি পশুর জাত উন্নয়নে পাক - ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ প্রথম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন লর্ড লিনলিথগো। ভিক্টর আলেকজান্ডার জন হোপ, লিনলিথগোর ২ য় মার্কেস, (২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭ - ৫ জানুয়ারী ১৯৫২) ছিলেন একজন ব্রিটিশ ইউনিয়নবাদী রাজনীতিবিদ, কৃষিবিদ এবং ঐপনিবেশিক প্রশাসক। তিনি ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত ভারতের গভর্নর জেনারেল এবং ভাইসরয়ের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁকে সাধারণত লিনলিথগো বলেই অভিহিত করা হত।

16) বাংলাদেশের মৎস্য আইনে কত সে.মি কত দৈর্ঘ্যর রুই মাছের পোনা মারা নিষেধ?

1)
২১ সে.মি

✔ 2)
২৩ সে.মি

3)

Hello BCS

১৮ সে.মি

4)
২৫ সে.মি

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশের মৎস্য আইনে ২৩ সেন্টিমিটার কম দৈর্ঘ্যের রুই জাতীয় মাছের পোনা মারা নিষেধ। দি প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অব ফিস এ্যাক্ট - ১৯৫০ ; সাধারণভাবে মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ নামে পরিচিত । নির্বিচারে পোনা মাছ ও প্রজননক্ষম মাছ নিধন মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধিতে বিরাট অন্তরায়। এ সমস্যা দূরীকরণে সরকার মাছের আকার, প্রজনন ও বৃদ্ধির সময়, বিচরণক্ষেত্র ইত্যাদি বিষয়ে কতিপয় বিধি নিষেধ আরোপ করে ১৯৫০ সলে এ আইন প্রণয়ন করে । প্রতি বছর জুলাই হতে ডিসেম্বর (আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি হতে পৌষ মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যমন্ত ২৩ সেন্টিমিটারের (৯ ইঞ্চি) ছোট আকারের কাতলা, রুই, মৃগেল, কালিবাউস , ঘনিয়া মাছের পোনা মারা নিষেধ।

17)
ওডের নীস নদী -

✔ 1)
পূর্ব জার্মানি ও পোল্যান্ডের মধ্যে সীমা নির্ধারক

2)
পাকিস্তান ও পোল্যান্ডের মধ্যে সীমা নির্ধারক

3)
জাপান ও পোল্যান্ডের মধ্যে সীমা নির্ধারক

4)
পশ্চিম জার্মানি ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে সীমানা নির্ধারক

18) কক্সবাজার ছাড়া বাংলাদেশের আর একটি আকর্ষণীয় ও পর্যটন অনুকূল সমুদ্র সৈকত -

1)
নোয়াখালীর ছাগলনাইয়া

2)
চট্টগ্রামের বাঁশখালি

3)
খুলনার মংলা

✔ 4)
পটুয়াখালীর কুয়াকাটা

Hello BCS

19)
বাংলেদেশের সবচেয়ে উত্তরে অবস্থিত স্থানের নাম-

✔ 1)
বাংলাবান্ধা

2)
তেতুলিয়া

3)
পঞ্চগড়

4)
নকশালবাড়ি

20) ‘দক্ষিণ তালপট্টি’ দ্বীপ কোন নদীর মোহনায় অবস্থিত?

1)
বালেশ্বর

✔ 2)
হাড়িয়াভাঙ্গা

3)
রূপসা

4)
ভৈরব

ব্যাখ্যা :

দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপটি বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার দক্ষিণে সীমান্ত নদী হাড়িয়াভাঙ্গা ও রায়মঙ্গল নদীর মোহনায় অবস্থিত। এ দ্বীপটি বাংলাদেশের সীমানায় অবস্থিত হলেও ভারত এ দ্বীপের মালিকানা দাবি করে। ভারত এ দ্বীপের নাম দিয়েছে পূর্বাশা বা নিউমুর। ১৯৭৮ সালে ভাটার সময় এ দ্বীপের আয়তন ছিল প্রায় ৫ কিলোমিটার। বর্তমানে এ দ্বীপের কোনো অস্তিত্ব নেই।

21)
পূর্বাশা দ্বীপের অপর নাম-

1)

Hello BCS

কুতুবদিয়া দ্বীপ

✔ 2)
দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ

3)
নিঝুম দ্বীপ

4)
সেন্টমার্টিন দ্বীপ

22)
বাংলাদেশের মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কত ?

✔ 1)
২ কোটি ৪০ লক্ষ একর

2)
২ কোটি একর

3)
২ কোটি ৫০ লক্ষ একর

4)
২ কোটি ২৫ লক্ষ একর

ব্যাখ্যা :

আপডেট তথ্য জানতে হবে

23) আবহাওয়ায় ৯০% আদ্রতা মানে-

✔ 1)
বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমান সম্পৃক্ত অবস্থায় ৯০%

2)
বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ৯০%

3)
বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমান বৃষ্টিপাতের সময়ের ৯০%

4)
১০০ ভাগ বাতাসে ৯০ ভাগ জলীয় বাষ্প

Hello BCS

ব্যাখ্যা : আবহাওয়া হলো কোনো স্থানের স্বল্প সময়ের বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা। সাধারণত এক দিনের এমন রেকর্ডকেই আবহাওয়া বলে। আবার কখনও কখনও কোনো নির্দিষ্ট এলাকার স্বল্প সময়ের বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থাকেও আবহাওয়া বলা হয়। আবার কোনো স্থানের দীর্ঘ সময়ের আবহাওয়া বা ২৫ থেকে ৩০ বছরের আবহাওয়ার উৎপত্তি ভিত্তিতে তৈরি হয় সে স্থানের জলবায়ু। আবহাওয়া নিয়ত পরিবর্তনশীল একটি চলক। আবহাওয়া ও জলবায়ু নিয়ে বিজ্ঞানের যে শাখা আলোচনা করে তাকে আবহাওয়া বিজ্ঞান বলা হয়।

24) গ্রীন হাউজ এফেক্টের পরিণতিতে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুতর ক্ষতি কী হবে?

1)
উত্তাপ অনেক বেড়ে যাবে

2)
বৃষ্টিপাত কমে যাবে

3)
সাইক্লোনের প্রবণতা বাড়বে

✔ 4)
নিম্নভূমি নিমজ্জিত হবে

ব্যাখ্যা : গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা ভূপৃষ্ঠ হতে বিকীর্ণ তাপ বায়ুমণ্ডলীয় গ্রিন হাউজ গ্যাসসমূহ দ্বারা শোষিত হয়ে পুনরায় বায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তরে বিকিরিত হয়। এই বিকীর্ণ তাপ ভূপৃষ্ঠে উপস্থিতিতেও বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে ফিরে এসে ভূপৃষ্ঠের তথা বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রাকে বাড়িয়ে দেয়।

মূলত সৌর বিকিরণ দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যে বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে এবং ভূপৃষ্ঠ পরবর্তীকালে এই শক্তি নিম্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে অবলোহিত রশ্মি আকারে নির্গত করে। এই অবলোহিত রশ্মি বায়ুমণ্ডলস্থ গ্রিন হাউজ গ্যাসসমূহ দ্বারা শোষিত হয়ে অনেক বেশি শক্তি আকারে ভূপৃষ্ঠে ও বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে পুনঃবিকিরিত হয়। শীতপ্রধান দেশগুলোতে সাধারণত কাচ নির্মিত গ্রিন হাউজ তৈরি করে উদ্ভিদ উৎপাদন করার পদ্ধতি অনুসরণ এই প্রক্রিয়ার নামকরণ করা হয়। একটি গ্রিন

হাউজে সৌর বিকিরণ কাচের মধ্য দিয়ে গ্রিন হাউজটিকে উত্তপ্ত র ়াখে, এখানে মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে গ্রিন হাউজটিকে বাতাসের প্রবাহ হ্রাস করে উত্তপ্ত বাতাস কাচের কাঠামোর মধ্যে পরিচলন ব্যতিরেকে ধরে রাখতে পারে।

সূর্য থেকে পৃথিবীর মতো দূরত্বে যদি কোনো আর্দশ তাপ - সুপরিবাহী কৃষ্ণবস্তু (আর্দশ ভৌত পদার্থ যা তার উপর আপতিত সকল তড়িচ্চুম্বকীয়

বিকিরণ শোষণ করতে পারে) থাকত তাহলে বস্তুটির তাপমাত্রা হত প্রায় ৫.৩° সেলসিয়াস। যেথপৃথিবী ি়বী তার দিকে আগত সৌররশ্মির ৩০ শতাংশ প্রতিফলন করে সেহেতু, এই আর্দশ গ্রহের কার্যকর তাপমাত্রা (একটি কৃষ্ণবস্তুও এই সমপরিমাণ তাপমাত্রা বিকিরণ করবে) হবে প্রায় - ১৮° সেলসিয়াস। এই কল্পিত গ্রহের পৃষ্ঠের

তাপমাত্রা ৩৩° সেলসিয়াসের নিচে যেখানে পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রকৃত তাপমাত্রা প্রায় ১৪° সেলসিয়াস। বায়ুমণ্ডলেরডলের কারণে যে প্রক্রিয়া পৃষ্ঠের প্রকৃত তাপমাত্রা ও কার্যকর তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে তাহিন গ্রীনহাউজ প্রতিক্রিয়া।

পৃথিবীতে এই প্রাকৃতিক গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়া প্রাণের সৃষ্টি করতে সহায়তা করেছে। কিন্তু, মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিশেষত, জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত দহন এবং বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণে প্রাকৃতিক গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়া তীব্রতর হচ্ছে ফলশ্রুতিতে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

25) গঙ্গা নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের প্রস্তাব -

✔ 1)
নেপালে জলাধার নির্মাণ

2)
গঙ্গার শাখা নদীসমূহে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি

3)
গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে সংযোগ খাল খনন

4)
বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গঙ্গা বাঁধ নির্মাণ

ব্যাখ্যা : শুকনো মৌসুমে ফারাক্কায় গঙ্গার প্রবাহ বৃদ্ধি করতে নেপালে অবস্থিত গঙ্গার বিভিন্ন উপনদীতে সুবিধাজনক স্থানে যৌথভাবে জলাধার নির্মাণের বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনসহ অন্যান্য সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে উপ - আঞ্চলিক সহযোগিতার আওতায় গঙ্গা নদীর উজানে এ জলাধার সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে।

26) বাকল্যান্ড বাঁধ কোন নদীর তীরে অনস্থিত?

✔ 1)
বুড়িগঙ্গা

2)
শীতলক্ষ্যা

3)
মেঘনা

4)
তুরাগ

Hello BCS

ব্যাখ্যা : বাকল্যান্ড বাঁধ বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। বাংলাদেশের পুরান ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত বাকল্যাণ্ড বাঁধ একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্থাপত্যকীর্তি। ১৮৬৪ সালে ঢাকার তৎকালীন কমিশনার চার্লস থমাস বাকল্যাণ্ড কর্তৃক বাঁধটি নির্মিত হয়। শাহজাদা আজিমুশশান বুড়িগঙ্গার তীরে, লালবাগ কেল্লা হতে ৪০০ গজ দূরে পোশত নামক স্থানে নিজের জন্য একটি প্রাসাদ গড়েছিলেন। সেই প্রাসাদ আজকের দিনে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেলেও, এর সীমানা প্রতিরক্ষা বাঁধ বহুদিন পর্যন্ত দৃশ্যমান ছিল। বাঁধটি সোজা ডানদিকে অগ্রসর হয়ে বাবুবাজার খালে গিয়ে শেষ হয়েছে। নদীতে নৌকা নিয়ে যাবার সময় এটা পরিষ্কার দেখা যায়। রেনেলের মতে, ১৭৬৫ সালে বাঁধটি উত্তর - পূর্ব থেকে দক্ষিণ - পশ্চিমের দিকে চার মাইল সম্প্রসারিত হয়। যদিও মুঘল আমলেই বুড়িগঙ্গার তীরে বাঁধ নির্মিত ছিল, বাকল্যাণ্ডই প্রথম ব্যক্তি যিনি বাঁধের উপরে ধাতব রাস্তা নির্মান করেন।

27) ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কোন রেখাটি বাংলাদেশের উপর দিয়ে গিয়েছে?

1)
আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা

2)
মকরক্রান্তিরেখা

✔ 3)
কর্কটক্রান্তিরেখা

4)
মূলমধ্যরেখা

ব্যাখ্যা :

কর্কটক্রান্তিরেখা বা ট্রপিক অব ক্যান্সার বাংলাদেশের উপর দিয়ে গিয়েছে।

28) ঢাকার বড় কাটরা ও ছোট কাটরা শহরের নিম্নোক্ত একটি এলাকায় অবস্থিত-

1)
লালবাগ

2)
ইসলামপুর

✔ 3)
চকবাজার

4)
সদরঘাট

Hello BCS

ব্যাখ্যা : কাটরা বা কাটারা এর আরবি ও ফরাসি অর্থ হলো ক্যারাভ্যানসারাই বা অবকাশযাপন কেন্দ্র। বাংলাদেশের ঢাকায় মুঘল শাসনামলে দুটি অন্যন্য কাটরা নির্মাণ করা হয়। এরমধ্যে একটি হলো বড় কাটারা ও অপরটি হলো ছোট কাটারা। সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজার নির্দেশে ১৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে এই ইমারতটি নির্মাণ করা হয়। এর নির্মাণ করেন আবুল কাসেম যিনি মীর - ই - ইমারত নামে পরিচিত ছিলেন। প্রথমে এতে শাহ সুজার বসবাস করার কথা থাকলেও পরে এটি মুসাফিরখানা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মুঘল আমলে এটি নায়েবে নাজিমদের বাসস্থান তথা কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হত। এটি চকবাজারের পাশেই অবস্থিত। সুবেদার শায়েস্তা খান ছোট কাটারা নির্মাণ করেছিলেন। আনুমানিক ১৬৬৩ - ১৬৬৪ সালের দিকে এ ইমারতটির নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং এটি ১৬৭১ সালে শেষ হয়েছিল। এটির অবস্থান ছিল বড় কাটারার পূর্বদিকে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে।

29)
ইউরিয়া সারের কাঁচামাল--.

1)
এমোনিয়া

2)
অপরিশোধিত তেল

3)
ক্লিংকার

✔ 4)
মিথেন গ্যাস

30) বাংলাদেশে প্রথম চায়ের আরম্ভ হয় -

1)
পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়িতে

✔ 2)
সিলেটের মালনীছড়ায়

3)
সিলেটের জাফলং

4)
সিলেটের তামাবিলে

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশে প্রথম চায়ের চাষ আরম্ভ হয় সিলেটের মালনীছড়ায়। ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে চীনে বাণিজ্যিকভাবে চায়ের উৎপাদন শুরু হয়। আর ভারতবর্ষে এর চাষ শুরু হয় ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশরা সিলেটে

Hello BCS

সর্বপ্রথম চায়ের গাছ খুঁজে পায়। এরপর ১৮৫৭ সালে সিলেটের মালনীছড়ায় শুরু হয় বাণিজ্যিক চা - চাষ। এক গবেষণায় দেখা গেছে, ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে সমগ্র বিশ্বে ৩৮, ০০, ০০০ টন চা পাতা উৎপাদিত হয়েছে।

31)
বাংলাদেশে ঢোকার পর গঙ্গা নদী, ব্রহ্মপুত্র-যমুনার সাথে নিম্নোক্ত একটা জায়গায় মেশে–

1)
বাহাদুরবাদ

✔ 2)
গোয়ালন্দ

3)
ভৈরববাজার

4)
নারায়ণগঞ্জ

32) ভারত বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের অন্য তম প্রধান লক্ষ্য -

1)
দুদেশের নদীগুলোর পলিমাটি অপসারণ

2)
বন্যা নিয়ন্ত্রনে দুদেশের মধ্যে সহযোগিতা

3)
দুদেশের নৌ পরিবহন ব্যবস্হার উন্নয়ন

✔ 4)
দুদেশের নদীগুলোর নাব্যতা বৃদ্ধি

ব্যাখ্যা : যৌথ নদী কমিশন (Joint Rivers Commission) ১৯৭২ সালে ঢাকায় বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান এবং ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর শেষে ১৯ মার্চ, ১৯৭২ তারিখে যৌথ ঘোষণার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। যৌথ নদী কমিশনের অন্যান্য প্রধান দায়িত্বসমূহের মধ্যে রয়েছে : আন্তর্জাতিক অথবা আন্তঃসীমান্ত নদীসমূহের পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা এবং বণ্টনের লক্ষ্যে প্রতিবেশি দেশসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা

33) বাংলাদেশের সবচেয়ে উত্তরের জেলা কোনটি?

1)
দিনাজপুর

Hello BCS

2)
ঠাকুরগাঁও

3)
লালমনিরহাট

✔ 4)
পঞ্চগড়

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার মধ্যে সর্ব উত্তরের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড় ও উপজেলা তেঁতুলিয়া । সর্ব দক্ষিণের জেলা কক্সবাজার ও উপজেলা টেকনাফ। সর্ব পূর্বের জেলা বান্দরবান ও উপজেলা থানচি এবং সর্ব পশ্চিমের জেলা চাপাঁইনবাবগঞ্জ ও উপজেলা শিবগঞ্জ। উল্লেখ্য বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের স্থান বাংলাবান্ধা (পঞ্চগড়)।

34) বাংলাদেশ ও মায়ানমার কোন নদী দ্বারা বিভক্ত?

1)
কর্ণফুলী

2)
ভাগীরথী

✔ 3)
নাফ

4)
নবগঙ্গা

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী নদী নাফ। কক্সবাজার জেলার দক্ষিণ - পূর্ব কোণ দিকে প্রবাহিত, প্রলম্বিত খাঁড়ি সদৃশ্য নাফ নদী মিয়ানমারের আরাকান আর বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলাযকে বিভক্ত করেছে । আরকান ও দক্ষিণ - পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তের অন্যান্য পাহাড় অতিক্রম করে নাফ নদী দিয়ে বঙ্গোপসাগরে এসে পড়েছে। জোয়ার ভাটা প্রবণ বাংলাদেশের দক্ষিণতম উপজেলা টেকনাফ নাফ নদীর ডান তীরে অবস্থিত। মিয়ানমারের আকিয়াব বন্দর নাফ নদীর বাম তীরে অবস্থিত।

35) উপকূলে কোন একটি স্থানে পরপর দুটি জোয়ারের মধ্যে ব্যাবধান হল-

1)
প্রায় ২৪ ঘন্টা

✔ 2)
প্রায় ১২ ঘন্টা

Hello BCS

3)
প্রায় ৬ ঘন্টা

4)
চাদের তিথি অনুসার ভিন্ন

ব্যাখ্যা : চন্দ্র - সূর্যের আকর্ষণ শক্তি, পৃথিবীর কেন্দ্র শক্তি এবং আহ্নিক গতির কারণে সমুদ্রের পানি নির্দিষ্ট সময় অন্তর এক জায়গায় ফুলে ওঠে, আবার অন্য জায়গায় নেমে যায়। সমুদ্র পানির এভাবে ফুলে ওঠাকে জোয়ার এবং নেমে যাওয়াকে ভাটা বলে। উপকূলে কোনো একটি স্থানে পর পর দুটি জোয়ার বা পর পর দুটি ভাটার মধ্যে ব্যবধান হলো ১২ ঘণ্টা।

36) ব্রহ্মপুএ নদ হিমালয়ের কোন শৃঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয়েছে?

1)
গডউইন অস্টিন

✔ 2)
কৈলাশ

3)
কাঞ্চনজঙ্ঘা

4)
বরাইল

ব্যাখ্যা : ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি হয়েছে চীনের তিব্বতে অবস্থিত হিমালয় পর্বতমালার কৈলাশ শৃঙ্গের মানস সরোবর থেকে। ব্রহ্মপুত্র চীন, ভারত ও বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

37) 'সোয়াচ অব নো গ্রাউণ্ড' এর মানে-

1)
ঢাকা সেনানিবাসের পোলো গ্রাউণ্ডের নাম

✔ 2)
বঙ্গোপসাগরের একটি খাদের নাম

3)
একটি প্লাবন ভূমির নাম

4)
একটি খেলার মাঠ

Hello BCS

ব্যাখ্যা : সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড (Swatch of No Ground) খাদ আকৃতির সামুদ্রিক অববাহিকা বা গিরিখাত, যা বঙ্গোপসাগরের মহীসোপানকে কৌণিকভাবে অতিক্রম করেছে। এটি গঙ্গা - ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত। গঙ্গা খাদ নামেও এটি পরিচিত

38) বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের চূড়ার নাম কী?

1)
লুসাই

2)
তাজিনডং

3)
জয়ন্তিয়া

✔ 4)
গারো

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় চূড়ার নাম গারো। গারো পাহাড় ভারতের মেঘালয় রাজ্যের গারো - খাসিয়া পর্বতমালার একটি অংশ। এর কিছু অংশ ভারতের অসম রাজ্য ও বাংলাদেশের শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি উপজেলায় অবস্থিত এটা বাংলাদেশের সব থেকে বড় পাহাড়। এছাড়া ময়মনসিংহ ও সুনামগঞ্জ জেলায় এর কিছু অংশ আছে। গারো পাহাড় এর বিস্তৃতি প্রায় ৮০০০ বর্গ কিলোমিটার। গারো পাহাড়েই মেঘালয় রাজ্যের রাজধানী শিলং অবস্থিত। তবে গারো পাহাড়ের প্রধান শহর তুরা। এই শহরটি পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত।

39) ওজোন স্তরের ফাটলের জন্য মুখ্যত দায়ী কোন গ্যাস?

1)
কার্বন মনোক্সাইড

2)
কার্বন ডাই-অক্সাইড

3)
মিথেন

✔ 4)
ক্লোরোফ্লুরো কার্বন

ব্যাখ্যা : ক্লোরোফ্লুরোকার্বন থেকে অতিবেগুনীরশ্মির প্রভাবে ক্লোরিন অনু মুক্ত হয়ে আসে। এই ক্লোরিন অনুই পরবর্তীতে ওজোন অনুর সাথে বিরকিয়ে ঘটিয়ে ক্ষয় করতে থাকে। এইভাবে ওজনস্তরে ফাটলের সৃষ্টি হয়।

40) আমেরিকাকে এশিয়া থেকে পৃথম থেকে করেছে কোন প্রণালী ?

1)
পক

2)
ফ্লোরিডা

✔ 3)
বেরিং

4)
জিব্রাল্টার

ব্যাখ্যা : ★★★প্রণালীগুলোর নাম মনে রাখার কিছু কৌশলঃ
১.পক প্রণালী –(ভারত শ্রীলঙ্কাকাকে পোক দিলো)
ভারত হতে শ্রীলঙ্কা পৃথক ।
২. বেরিং প্রণালী –(আমেরিকা হতে এশিয়াতে আসা বোরিং)
আমেরিকা হতে এশিয়া পৃথক ।
৩.জিব্রাল্টার প্রণালী –(মরক্কো ও স্পেনে জেব্রা পাওয়া যায়)
মরক্কো (আফ্রিকা) হতে স্পেন (ইউরোপ) পৃথক।
৪.ফ্লোরিডা প্রণালী –(ফ্লোরিডা কিবা?)
ফ্লোরিডা হতে কিউবা পৃথক ।
৫.মালাক্কা প্রণালী –(সুমিত্রা মালির মেয়ে)
সুমিত্রা হতে মালয়েশিয়া পৃথক ।
৬.হরমুজ প্রণালী –(আমিরাতের ইরানী তরমুজ খায়)
আরব আমিরাত ও ইরানের মধ্যে অবস্থিত।
৭.বাব-এল-মান্দেব-(লোহা এখন আরবে)
লোহিত সাগর ও আরব সাগরে অবস্থিত।
৮.ডোভার প্রণালী –
(UK ও FRANCE এর মাঝে ডোবা আছে)
যুক্তরাজ্য হতে ফ্রান্স পৃথক।
৯.বসফরাস প্রণালী – (ইউরেশিয়া)
ইউরোপ হতে এশিয়া পৃথক।
১০.পানামাখাল-
(উত্তর দক্ষিণ আমেরিকায় পান খাওয়া নিষেধ)
উত্তর আমেরিকা হতে দক্ষিণ আমেরিকা পৃথক।

Hello BCS

41) ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে কত দূরে অবস্থিত?

1)
২৪.৭ কি.মি.

2)
১৯.৩ কি.মি.

3)
২১.০ কি.মি.

✔ 4)
১৬.৫ কি :মি :

ব্যাখ্যা : ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে ১৬.৫ কিমি দূরে অবস্থিত। ফারাক্কা বাঁধ গঙ্গা নদীর উপর অবস্থিত একটি বাঁধ। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় এই বাঁধটি অবস্থিত। ১৯৬১ সালে এই বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। শেষ হয় ১৯৭৫ সালে। সেই বছর ২১ এপ্রিল থেকে বাঁধ চালু হয়। ফারাক্কা বাঁধ ২, ২৪০ মিটার (৭, ৩৫০ ফু) লম্বা যেটা প্রায় এক বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার সহায়তায় বানানো হয়েছিল। বাঁধ থেকে ভাগীরথী - হুগলি নদী পর্যন্ত ফিডার খালটির দৈর্ঘ্য ২৫ মাইল (৪০ কিমি)।

42) ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে কোন প্রণালীর অবস্থান?

✔ 1)
জিব্রাল্টার প্রণালী

2)
হরমুজ প্রণালী

3)
বসফরাস প্রণালি

4)
দার্দানেলিস প্রণালী

ব্যাখ্যা : জিব্রাল্টার প্রণালী ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরকে যুক্ত করেছে। এটি আফ্রিকা মহাদেশর মরক্কো ও ইউরোপের স্পেনকে পৃথক করেছে।

ঘরে বসেই পড়ুন আর পরীক্ষা দিন হ্যালো বিসিএস এপে। ওয়েবসাইটে এক্সাম দিতে ভিজিট করুনঃ live.hellobcs.com

♣ উত্তরপত্র

২১তম-২৯তম বিসিএস ভূগোল পরিবেশ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা

Total questions : 31 Total marks : 31

---

1) বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ কোনটি?

1)
সেন্টমার্টিন

✔ 2)
মহেশখালী

3)
ছেড়া দ্বীপ

4)
নিঝুম দ্বীপ

ব্যাখ্যা : কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত বাঁশখালী নদীর তীরে অবস্থিত বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ মহেশখালী। দ্বীপটির প্রধান আকর্ষণ শুঁটকি মাছ ও মিঠা পানি। এ দ্বীপের পাহাড়ের ওপর অবস্থিত আদিনাথ মন্দিরকে ঘিরে গড়ে উঠেছে পর্যটনকেন্দ্র।

2) জাপান ও রাশিয়ার মধ্যকার বিরোধপূর্ণ দ্বীপটির নাম কি?

✔ 1)
কুড়িল দ্বীপপুঞ্জ

2)
মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ

3)
দিয়াগো গার্সিয়া

4)
গ্রেট বেরিয়ার রিফ

ব্যাখ্যা :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের সামরিক বিপর্যয় ঘটলে ১৯৪৫ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া) জাপানের উত্তরাঞ্চলীয় কয়েকটি দ্বীপ দখল করে নেয়, যা কুড়িল দ্বীপপুঞ্জ নামে পরিচিতি পায়। এ দ্বীপপুঞ্জের মালিকানা নিয়ে রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে।

Hello BCS

3) 'বাঙালী' ও 'যমুনা' নদীর সংযোগ কোথায়?

1)
পাবনা

2)
রাজশাহী

✔ 3)
বগুড়া

4)
সিরাজগঞ্জ

ব্যাখ্যা : রংপুর জেলার ঘাঘট নদীর অব্যাহত প্রবাহটি বগুড়ায় এসে বাঙ্গালী নাম ধারণ করেছে।

4) বাংলাদেশের সবচেয়ে উত্তরের জেলা কোনটি?

1)
দিনাজপুর

2)
ঠাকুরগাঁও

3)
লালমনিরহাট

✔ 4)
পঞ্চগড়

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার মধ্যে সর্ব উত্তরের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড় ও উপজেলা তেঁতুলিয়া । সর্ব দক্ষিণের জেলা কক্সবাজার ও উপজেলা টেকনাফ। সর্ব পূর্বের জেলা বান্দরবান ও উপজেলা থানচি এবং সর্ব পশ্চিমের জেলা চাপাঁইনবাবগঞ্জ ও উপজেলা শিবগঞ্জ। উল্লেখ্য বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের স্থান বাংলাবান্ধা (পঞ্চগড়)।

5) পানামা খাল কোন কোন মহাসাগরকে যুক্ত করেছে?

✔ 1)
আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর

2)
আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগর

Hello BCS

3)
ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগর

4)
প্রশান্ত ও ভূমধ্যসাগর

ব্যাখ্যা : পানামা খাল জাহাজ চলাচলের জন্য পানামা প্রজাতন্ত্রের ইস্থমাসে নির্মীত একটি খাল যা আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করেছে।
ইস্থমাস বলতে দুটো বড় ভূখণ্ডকে সংযোগকারী সরু ভূমিকে বোঝায় যার অন্য দুই পাশে সাধারণত পানি থাকে। পানামার ইস্থমাস উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশকে যুক্ত করে এবং আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে আলাদা করে রাখে।
এই খালটি তাই এক অর্থে মহাদেশ দুটিকে আলাদা করে মহাসাগর দুটিকে যুক্ত করেছে। খালটির মালিক ও পরিচালক হচ্ছে পানামা প্রজাতন্ত্র।

6) 'দক্ষিণ তালপট্টি' দ্বীপ কোন নদীর মোহনায় অবস্থিত?

1)
বালেশ্বর

✔ 2)
হাড়িয়াভাঙ্গা

3)
রূপসা

4)
ভৈরব

ব্যাখ্যা :

দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপটি বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার দক্ষিণে সীমান্ত নদী হাড়িয়াভাঙ্গা ও রায়মঙ্গল নদীর মোহনায় অবস্থিত। এ দ্বীপটি বাংলাদেশের সীমানায় অবস্থিত হলেও ভারত এ দ্বীপের মালিকানা দাবি করে। ভারত এ দ্বীপের নাম দিয়েছে পূর্বাশা বা নিউমুর। ১৯৭৮ সালে ভাটার সময় এ দ্বীপের আয়তন ছিল প্রায় ৫ কিলোমিটার। বর্তমানে এ দ্বীপের কোনো অস্তিত্ব নেই।

7) সদ্য ঘোষিত তিতাস উপজেলা কোন জেলায় অবস্থিত?

1)
নোয়াখালী

✔ 2)
কুমিল্লা

Hello BCS

3)
রংপুর

4)
সিলেট

ব্যাখ্যা : তিতাস উপজেলা দেশের ৪৭০ উপজেলা। এটি কুমিল্লা অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে দেশে মোট উপজেলার সংখ্যা ৪৯০ টি । সর্বশেষ উপজেলা হলো চট্টগ্রামের কর্ণফুলী।

8) প্রাকৃতিক কোন উৎস হতে সবচেয়ে মৃদু পানি পাওয়া যায়?

1)
সাগর

2)
হ্রদ

3)
নদী

✔ 4)
বৃষ্টি

ব্যাখ্যা : মৃদু পানির প্রধান উৎস বৃষ্টিপাত। বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ মৃদু পানি পাওয়া যায়।

9) বিশ্বের জনসংখ্যা পরিস্থিতি ২০০০’ রিপোর্ট অনুসারে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষে রয়েছে কোন দেশ?

1)
পাকিস্তান

2)
কেনিয়া

✔ 3)
পাপুয়া নিউগিনি

4)
বাংলাদেশ

ব্যাখ্যা : UNFPA - এর ২০০০ সালের রিপোর্ট অনুসারে নারী নির্যাতনে শীর্ষে ছিল পাপুয়া নিউগিনি। ২০১৪ সালের ইউনিসেফ (UNICER) - এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বে নারী নির্যাতনে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে আফ্রিকার দেশ গিনি (সেখানে ৭৩ শতাংশ বিবাহিত নারী নির্যাতিত)।

Hello BCS

২০২১ এর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্বামী অথবা সঙ্গীর হাতে নারী নির্যাতনের হার সবচেয়ে বেশি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপদেশ কিরিবাতিতে।

10) ঢাকা বিভাগে কয়টি জেলা আছে?

✔ 1)
১৩ টি

2)
১২ টি

3)
১৪ টি

4)
১৫ টি

ব্যাখ্যা : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঢাকা বিভাগ থেকে চার জেলা (ময়মনসিংহ, জামালপুর ,শেরপুর ও নেত্রকোনা) নিয়ে দেশের অষ্টম বিভাগ হিসেবে ময়মনসিংহ বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাব করে। তাই বর্তমানে ঢাকা বিভাগে মোট ১৩ টি জেলা রয়েছে।এগুলো হলো - ঢাকা, গাজীপুর , নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী ,মুন্সিগঞ্জ ,মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ ও রাজবাড়ি। উল্লেখ্য , চট্রগ্রাম বিভাগে ১১টি ,রাজশাহী বিভাগে ৮ টি , রংপুর বিভাগে ৮ টি , খুলনা বিভাগে ১০টি , সিলেট বিভাগে ৪টি এবং বরিশাল বিভাগে ৬ টি জেলা রয়েছে।

11) পানামা খাল কোন মহাসাগরকে যুক্ত করেছে?

1)
প্রশান্ত ও উত্তর মহাসাগর

2)
আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগর

3)
ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগর

✔ 4)
আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর

ব্যাখ্যা : পানামা খাল জাহাজ চলাচলের জন্য পানামা প্রজাতন্ত্রের ইস্থমাসে নির্মীত একটি খাল যা আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করেছে।
ইস্থমাস বলতে দুটো বড় ভূখণ্ডকে সংযোগকারী সরু ভূমিকে বোঝায় যার অন্য দুই পাশে সাধারণত পানি থাকে। পানামার ইস্থমাস উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশকে যুক্ত করে এবং আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে আলাদা করে রাখে।

Hello BCS

এই খালটি তাই এক অর্থে মহাদেশ দুটিকে আলাদা করে মহাসাগর দুটিকে যুক্ত করেছে। খালটির মালিক ও পরিচালক হচ্ছে পানামা প্রজাতন্ত্র।

12) পূনর্ভবা , নাগর ও টাঙ্গন কোন নদীর উপনদী?

1)
ভৈরব

✔ 2)
মহানন্দা

3)
কুমার

4)
বরাল

ব্যাখ্যা : পুনর্ভবা, নাগর ও টাঙ্গন নদী মহানন্দার উপনদী। অন্যদিকে ,ভৈরব , কুমার ও বড়াল নদী পদ্মার শাখা নদী।

13) টেকনাফ কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

1)
পদ্মা

2)
যমুনা

✔ 3)
নাফ

4)
কর্ণফুলী

ব্যাখ্যা : নাফ নদীর তীরে অবস্থিত টেকনাফ কক্সবাজার জেলার একটি উপজেলা । বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণ - পূর্ব সীমান্তে এ উপজেলাটির অবস্থান। মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশকে (কক্সবাজার) পৃথক করেছে এ নদীটি। এ নদীর দৈর্ঘ্য ৫৬ কিমি। পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত উল্লেকযোগ্য শহর - বন্দর হলো রাজশাহী, শিলাইদহ, সারদা, গোয়ালন্দ। যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত সিরাজগঞ্জ, আরিচা, বাহাদুরাবাদ, ভুয়াপুর, জগন্নাথগঞ্জ। কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত চট্রগ্রাম , চন্দ্রগ্রাম, চন্দ্রঘোনা , কাপ্তাই।

Hello BCS

14) ফ্রান্সের মহান সম্রাট নেপোলিয়নের জীবনাবসান হয় কোথায়?

1)
ওয়াটার লু নামক স্থানে

2)
দ্বীপ এনাবার্তে

3)
ভার্সাই নগরীতে

✔ 4)
সেন্ট হেলেনা দ্বীপে

ব্যাখ্যা :

সম্রাট নেপোলিয়ন ১৮১৫ সালে ওয়াটার লু যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড ওয়েলিংটনের নেতৃত্বে সম্মিলিত বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। মিত্রবাহিনী তাকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসন দেয় এবং সেখানে তিনি ১৮২১ সালে মারা যান।

15) সেন্টমার্টিন দ্বীপের আয়তন কত বর্গ কিলোমিটার?

✔ 1)
৮ বর্গ কিলোমিটার

2)
১০ বর্গ কিলোমিটার

3)
১২ বর্গ কিলোমিটার

4)
১৪ বর্গ কিলোমিটার

ব্যাখ্যা : সেন্টমার্টিন দ্বীপের আয়তন প্রায় ৮ বর্গ কিলোমিটার ও উত্তর - দক্ষিণে লম্বা। ভৌগোলিকভাবে এটি তিনটি অংশে বিভক্ত। উত্তর অংশকে বলা হয় নারিকেল জিনজিরা বা উত্তর পাড়া। দক্ষিণাঞ্চলীয় অংশকে বলা হয় দক্ষিণ পাড়া এবং এর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে দক্ষিণ - পূর্বদিকে বিস্তৃত একটি সঙ্কীর্ণ লেজের মতো এলাকা। এবং সঙ্কীর্ণতম অংশটি গলাচিপা নামে পরিচিত।

16) 'সোনালি আঁশের দেশ' কোনটি?

1)

Hello BCS

ভারত

2)
শ্রীলঙ্কা

3)
পাকিস্তান

✔ 4)
বাংলাদেশ

ব্যাখ্যা : একসময় বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতো পাট রপ্তানি করে। এজন্য বাংলাদেশকে সোনালী আঁশের দেশ বলা হয়।

17) দক্ষিণ তালপট্টি কোন নদীর মোহনায় অবস্থিত?

1)
নাফ

2)
তেঁতুলিয়া

3)
আড়িয়াল খাঁ

✔ 4)
হাড়িয়াভাঙ্গা

ব্যাখ্যা : দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপটি সাতক্ষীরা জেলার দক্ষিণে সীমান্ত নদী হাড়িয়াভাঙ্গা ও রায়মঙ্গল নদীর মোহনায় অবস্থিত। এ দ্বীপটি বাংলাদেশের সীমানায় অবস্থিত হলে ও ভারত এ দ্বীপের মালিকানা দাবি করে । ভারত এ দ্বীপের নাম দিয়েছে পূর্বাশা বা নিউমুর ।

18) বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী কোন জেলার সাথে ভারতের কোন সংযোগ নেই?

✔ 1)
বান্দরবান

2)
চাঁপাইনবাবগঞ্জ

3)
পঞ্চগড়

Hello BCS

4)
দিনাজপুর

ব্যাখ্যা :

বান্দরবানের সাথে ভারতের সংযোগ নেই। বান্দরবানের সংযোগ আছে মিয়ানমারের সাথে। বান্দরবান ছাড়া মিয়ানমারের সাথে আরো সংযোগ আছে কক্সবাজার জেলার। ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা ৩০টি এবং মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশর সীমান্তবর্তী জেলা ৩টি। উল্লেখ্য, রাঙামাটিই একমাত্র জেলা, যার সাথে উভয় দেশের সীমান্ত সংযুক্ত রয়েছে।

19) নিঝুম দ্বীপের আয়তন কত?

✔ 1) ৮০ব. মা.
2) ৮২ ব. মা.
3) ৮৫ ব. মা.
4) ৯০ ব. মা.

ব্যাখ্যা : নিঝুম দ্বীপ মেঘনা নদীর মোহনার অবস্থিত। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে নোয়াখালীর মাঝিরা এটি আবিষ্কার করেন। এর পুরনো নাম বাউলার চর। প্রচলিত তথ্য মতে , নিঝুম দ্বীপের আয়তন ৯১ বর্গ কিলোমিটার বা ৩৫.১৩৫ বর্গমাইল]।

20) বাংলাদেশের কোথায় সুরমা ও কুশিয়ারা নদী মিলিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে?

1)
ভৈরব

✔ 2)
চাঁদপুর

3)
দেওয়ানগঞ্জ

4)
আজমিরীগঞ্জ

ব্যাখ্যা :

সুরমা ও কুশিয়ারা হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জে মিলিত হয়ে কালনি নাম ধারণ করে এবং ভৈরববাজারের নিকট মেঘনা নাম ধারণ করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

Hello BCS

21) সুয়েজ খাল কোন দুটি সাগরকে সংযোজিত করে?

✔ 1)
লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগর

2)
ভূমধ্যসাগর ও আরব সাগর

3)
লোহিত সাগর ও আরব সাগর

4)
ভূমধ্যসাগর ও কাস্পিয়ান সাগর

ব্যাখ্যা :

লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরকে সংযোগকারী জলপথ সুয়েজ খাল খনন করেন ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার ফার্ডিনান্ড ডি লিসেপস ১৮৬৯ সালে এবং ১৯৫৬ সালে মিশর এটিকে জাতীয়করণ করে। ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের কারণে এটিকে বন্ধ করে দেয়া হয় এবং ১৯৭৪ সালে আবার খুলে দেয়া হয়।

22) কর্ণফুলী নদীর উৎস ভারতের কোন রাজ্যে?

1)
ত্রিপুরা

✔ 2) মিজোরাম

3)
মণিপুর

4)
মেঘালয়

ব্যাখ্যা : কর্ণফুলী নদীর উৎপত্তিস্থল ভারতের মিজোরাম রাজ্যের লুসাই পাহাড়ের লংলেহতে । এটি রাঙামাটি এবং বন্দরনগরী চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পতেঙ্গার সন্নিকটে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

23)
ভারতের সাথে বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলা কয়টি?

1)
৩

✔ 2)

Hello BCS

৩০

3)
৩২

4)
৩৩

ব্যাখ্যা :

ভারতের সাথে বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলা ৩০টি।

24) দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়ায় কোন খনিজ প্রকল্পের কাজ চলছে?

1)
কঠিন শিলা

✔ 2)
কয়লা

3)
চুনাপাথর

4)
কাদামটি

ব্যাখ্যা :

দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়ায় কয়লা খনি প্রকল্পের উন্নয়ন চলছে এবং সম্প্রতি কয়লা উত্তোলন শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কয়লা খনি দিনাজপুর জেলার দীঘিপাড়ায় অবস্থিত।

25) SPARRSO কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন?

1)
শিল্প মন্ত্রণালয়

2)
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

3)
পরিবেশ মন্ত্রণালয়

✔ 4)

Hello BCS

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

ব্যাখ্যা :

SPARRSO -এর পূর্ণরূপ Space Research and Remote Sensing Organisation অর্থাৎ মহাকাশ গবেষণা এবং দূর অনুধাবন কেন্দ্র। ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ঘূর্ণিঝড় ও দুর্যোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের একমাত্র পূর্বাভাস কেন্দ্র SPARRSO ঢাকার আগারগাঁওয়ে অবস্থিত।

26) পদ্মা ও যমুনা কোথায় মিলিত হয়েছে?

1)
চাঁদপুর

2)
সিরাজগঞ্জ

✔ 3)
গোয়ালন্দ

4)
ভোলা

ব্যাখ্যা : পদ্মা নদী উৎপত্তিস্থল হতে ২২০০ কিলোমিটার দূরে গোয়ালন্দে যমুনা নদীর সাথে মিলিত হয়ে মিলিত প্রবাহ পদ্মা নামে আরো পূর্ব দিকে চাঁদপুর জেলায় মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। সবশেষে পদ্মা - মেঘনার মিলিত প্রবাহ মেঘনা নাম ধারণ করে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের সাথে মিলিত হয়।

27) গ্রিন হাউজ ইফেক্টের জন্য বাংলাদেশে কোন ধরনের ক্ষতি হতে পারে?

✔ 1)
নিম্নভূমি নিমজ্জিত হবে

2)
ক্রমশ উত্তাপ বেড়ে যাবে

3)
বৃষ্টিপাত কমে যাবে

4)
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে

ব্যাখ্যা :

Hello BCS

ওজোন স্তরে ক্ষত সৃষ্টি হলে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়ে কৃষি ও পরিবেশের ওপর যে বিরূপ প্রভাব ফেলে একেই গ্রিন হাউজ প্রভাব (Green House Effect) বলা হয়। গ্রিন হাউজ ইফেক্টের ফলে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হচ্ছে। ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ ক্রমে গলে যাচ্ছে। এর ফলে পৃথিবীর নিম্নভূমি ক্রমশ নিমজ্জিত হবে।

28) ম্যাকমোহন লাইন কোন কোন দেশের মধ্যে সীমানা চিহ্নিত লাইন?

1)
চীন ও রাশিয়া

2)
ভারত ও পাকিস্তান

✔ 3)
চীন ও ভারত

4)
পাকিস্তান ও আফগানিস্তান

ব্যাখ্যা : স্যার ম্যাকমোহন কর্তৃক চিহ্নিত ভারতের ৭০০ মাইল ব্যাপী অরুণাচল প্রদেশ এবং তিব্বতের স্মরণ সিড়ি, সিয়াং ও লোহিত সীমান্ত জুড়ে সীমারেখা ম্যাকমোহন লাইন নামে পরিচিতচিত। স্যার ম্যাকমোহন ১৯১৪ সালে তিব্বত - ভারত চুক্তির আওতায় তিব্বত ও ভারতের মধ্যে এই সীমারেখা চিহ্নিত করেন।

29) হোয়াংহো নদীর উৎপত্তিস্থল কোথায়?

1)
হিমালয়

✔ 2)
কুনলুন পর্বত

3)
ব্ল্যাক ফরেস্ট

4)
আলপস

ব্যাখ্যা : হোয়াংহো নদী চীনে অবস্থিত। এর দৈর্ঘ্য ৫,৪৬৪ কিমি ; উৎপত্তিস্থল কুয়েনলুন পর্বত। এটি পতিত হয়েছে পীত সাগরে। হোয়াংহো নদীর তীরবর্তী শহর বেইজিং । হোয়াংহোকে বলা হয় হলদে নদ বা পীত নদী।

30) গ্রিনিচ মান সময়ের সঙ্গে বাংলাদেশের সময়ের পার্থক্য কত ঘণ্টা?

✔ 1)

ছয় ঘণ্টা

2)
আট ঘণ্টা

3)
দশ ঘণ্টা

4)
পাঁচ ঘণ্টা

ব্যাখ্যা :

বাংলাদেশের অবস্থান ৯০° দ্রাঘিমা রেখায় এবং গ্রিনিচের অবস্থান ০° দ্রাঘিমায় হওয়ায় উভয়ের মধ্যে ৯০° অর্থাৎ (৪×৯০) মিনিট বা ৩৬০ মিনিট বা ৬ ঘণ্টা সময়ের ব্যবধান রয়েছে। তাই গ্রিনিচ মান সময়ের সাথে বাংলাদেশের সময়ের পার্থক্য ছয় ঘণ্টা।

31) সিলেট কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

1)
রূপসা

2)
আড়িয়াল খাঁ

✔ 3)
সুরমা

4)
চন্দনা

ব্যাখ্যা : আড়িয়াল খাঁ নদীর তীরে ফরিদপুর ও মাদারীপুর, সুরমা নদীর তীরে সিলেট ও সুনামগঞ্জ, চন্দনা নদীর তীরে ফরিদপুর এবং রূপসা নদীর তীরে খুলনা ও বাগেরহাট জেলা অবস্থিত।

ঘরে বসেই পড়ুন আর পরীক্ষা দিন হ্যালো বিসিএস এপে। ওয়েবসাইটে এক্সাম দিতে ভিজিট করুনঃ live.hellobcs.com

♣ উত্তরপত্র

৩০তম-৩৪তম বিসিএস ভূগোল পরিবেশ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা

Total questions : 18 Total marks : 18

---

1) বাংলাদেশের কোন জেলাটি বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের মধ্যে নয়?

1)
পঞ্চগড়

2)
সাতক্ষীরা

3)
হবিগঞ্জ

✔ 4)
কক্সবাজার

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা মোট ৩২ টি। এর মধ্যে ভারতের সাথে ৩০ টি এবং মিয়ানমারের সাথে ৩ টি জেলার সীমান্ত রয়েছে। একমাত্র রাঙামাটি জেলাটির ভারত ও মিয়ানমার উভয় দেশের সাথেই সীমান্ত হয়েছে। ভারতের সাথে সীমান্তবর্তী জেলাগুলো হলো : ময়মনসিংহ বিভাগের ৪টি - জামালপুরে , শেরপুর, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা, সিলেট বিভাগের ৪টি - সিলেট, সুনামগজঞ্জ, মৌলবীবাজার ও হবিগঞ্জ , চট্রগ্রাম বিভাগের ৬ টি - চট্রগ্রাম বিভাগের ৬টি - চট্রগ্রাম ,রাঙ্গামাটি ,খাগড়াছড়ি, ফেনী, কুমিল্লা, ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রংপুর বিভাগের ৬টি, - মেহেরপুর ,কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা , ঝিনাইদহ, যশোর ও সাতক্ষীরা এবং মিয়ানমারের সাথে রাঙামাটি ,বান্দরবান, খাগড়াছড়ি এ তিনটি জেলার সীমান্ত রয়েছে। সুতরাং কক্সবাজার সাথে অন্য দেশের কোনো স্থল সীমানা নেই।

2) বাংলাদেশের White Gold কোনটি?

1)
ইলিশ

2)
পাট

3)
রূপা

✔ 4)
চিংড়ি

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশে অপ্রচলিত পণ্যের মধ্যে চিংড়ি মাছ রপ্তানি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। এ জন্য বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদকে' White gold' বলা হয়।

3) গ্রীন হাউজ এফেক্টের পরিণতিতে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুতর ক্ষতি কী হবে?

1)
উত্তাপ অনেক বেড়ে যাবে

2)
বৃষ্টিপাত কমে যাবে

3)
সাইক্লোনের প্রবণতা বাড়বে

✔ 4)
নিম্নভূমি নিমজ্জিত হবে

ব্যাখ্যা : গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা ভূপৃষ্ঠ হতে বিকীর্ণ তাপ বায়ুমণ্ডলীয় গ্রিন হাউজ গ্যাসসমূহ দ্বারা শোষিত হয়ে পুনরায় বায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তরে বিকিরিত হয়। এই বিকীর্ণ তাপ ভূপৃষ্ঠে উপস্থিতিতেও বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে ফিরে এসে ভূপৃষ্ঠের তথা বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রাকে বাড়িয়ে দেয়।

মূলত সৌর বিকিরণ দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যে বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে এবং ভূপৃষ্ঠ পরবর্তীকালে এই শক্তি নিম্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে অবলোহিত রশ্মি আকারে নির্গত করে। এই অবলোহিত রশ্মি বায়ুমণ্ডলস্থ গ্রিন হাউজ গ্যাসসমূহ দ্বারা শোষিত হয়ে অনেক বেশি শক্তি আকারে ভূপৃষ্ঠে ও বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে পুনঃবিকিরিত হয়। শীতপ্রধান দেশগুলোতে সাধারণত কাচ নির্মিত গ্রিন হাউজ তৈরি করে উদ্ভিদ উৎপাদন করার পদ্ধতি অনুসরণ এই প্রক্রিয়ার নামকরণ করা হয়। একটি গ্রিন

হাউজে সৌর বিকিরণ কাচের মধ্য দিয়ে গ্রিন হাউজটিকে উত্তপ্ত র াখে, এখানে মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে গ্রিন হাউজটিকে বাতাসের প্রবাহ হ্রাস করে উত্তপ্ত বাতাস কাচের কাঠামোর মধ্যে পরিচলন ব্যতিরেকে ধরে রাখতে পারে।

সূর্য থেকে পৃথিবীর মতো দূরত্বে যদি কোনো আর্দশ তাপ - সুপরিবাহী কৃষ্ণবস্তু (আর্দশ ভৌত পদার্থ যা তার উপর আপতিত সকল তড়িচ্চুম্বকীয়

বিকিরণ শোষণ করতে পারে) থাকত তাহলে বস্তুটির তাপমাত্রা হত প্রায় ৫.৩° সেলসিয়াস। যেথপৃথিবী িবী তার দিকে আগত সৌররশ্মির ৩০ শতাংশ প্রতিফলন করে সেহেতু, এই আর্দশ গ্রহের কার্যকর তাপমাত্রা (একটি কৃষ্ণবস্তুও এই সমপরিমাণ তাপমাত্রা বিকিরণ করবে) হবে প্রায় - ১৮° সেলসিয়াস। এই কল্পিত গ্রহের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ৩৩° সেলসিয়াসের নিচে যেখানে পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রকৃত তাপমাত্রা প্রায় ১৪° সেলসিয়াস। বায়ুমণ্ডলেরডলের কারণে যে প্রক্রিয়া পৃষ্ঠের প্রকৃত তাপমাত্রা ও কার্যকর তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে তাহিন গ্রীনহাউজ প্রতিক্রিয়া।

পৃথিবীতে এই প্রাকৃতিক গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়া প্রাণের সৃষ্টি করতে সহায়তা করেছে। কিন্তু, মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিশেষত, জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত দহন এবং বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণে প্রাকৃতিক গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়া তীব্রতর হচ্ছে ফলশ্রুতিতে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

4) গীনিচ মানমন্দির অবস্থিত

✔ 1) যুক্তরাজ্যে
2) যুক্তরাষ্ট্র
3) ফ্রান্স
4) জার্মানি

ব্যাখ্যা : গীনিচ মানমন্দির যুক্তরাজ্যে অবস্থিত। এর উপর দিয়ে ০° দ্রাঘিমা রেল কল্পনা করা হয়।

5) পৃথিবীর গভীরতম স্থান –

1) ভারত মহাসাগর
2) আটলান্টিক মহাসাগর
✔ 3) প্রশান্ত মহাসাগর
4) উত্তর মহাসাগর

ব্যাখ্যা : পৃথিবীর বৃহত্তম ও গভীরতম মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগর। এর গভীরতম স্থান মারিয়ানা ট্রেঞ্চ, গভীরতা ১১০৩৩ মিটার।

6) কোন জেলায় চা- বাগান বেশি?

1)
সিলেট

2)
হবিগঞ্জ

✔ 3)
মৌলভীবাজার

4)
বান্দরবান

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশের মৌলভীবাজার (৯১টি বাগান) জেলায় সবচেয়ে বেশি চা বাগান রয়েছে। বাংলাদেশের পঞ্চগড়, নীলফামারী ও কুড়িগ্রাম জেলায় আরো চা বাগান তৈরীর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। চা উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের – দশম (রপ্তানিতে ১৫তম)। দেশে উৎপাদিত চায়ের ৬৫% শতাংশ বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

Hello BCS

7) আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করেছে কোনটি ?

1)
সুয়েজ খাল

2)
মিসিসিপি

3)
ভলগা

✔ 4)
পানামা প্রণালী

ব্যাখ্যা : প্রশান্ত মহাসাগর + আটলান্টিক মহাসাগর = পানামা প্রণালী
ভারত মহাসাগর + আরব মহাসাগর = পক প্রণালী
উত্তর আটলান্টিক + ভূমধ্যসাগর = জিব্রাল্টার প্রণালী
বঙ্গোপসাগর + জাভা সাগর = মালাক্কা প্রণালী

8)
হাজার হ্রদের দেশ কোনটি?

1)
নরওয়ে

✔ 2)
ফিনল্যান্ড

3)
ইন্দোনেশিয়া

4)
জাপান

ব্যাখ্যা :

- স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ ফিনল্যান্ডের ভৌগোলিক উপনাম হাজার হ্রদের দেশ।
- নরওয়ের ভৌগোলিক উপনাম নিশীথ সূর্যের দেশ। এছাড়া নরওয়েকে ধীবর বা মৎস্যজীবীদের দেশও বলা হয়।
- জাপানের ভৌগোলিক উপনাম সূর্যোদয়ের দেশ ও ভূমিকম্পের দেশ।
- ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ দেশ।

Hello BCS

9) বাংলাদেশের রাজধানী কোথায়?

1)
ঢাকা উত্তর

2)
ঢাকা দক্ষিণ

✔ 3)
ঢাকা

4)
শেরে বাংলা নগর

ব্যাখ্যা :

- বাংলাদেশ সংবিধানের ৫(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী।
- ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ সম্পন্ন করলে নবগঠিত প্রদেশ পূর্ববঙ্গ ও আসাম এর রাজধানীর মর্যাদা পায় ঢাকা।
- ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা পায় ।
- ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকা হয় স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী।

10) পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ –

1) কাসপিয়ান
✔ 2) বৈকাল
3) মানস সরোবর
4) ডেড সী

ব্যাখ্যা : রাশিয়ার সাইবেরিয়ায় অবস্থিত "বৈকাল" পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ। গভীরতা ১৬২০ মিটার।

11) হাজার হ্রদের দেশ কোনটি ?

1)
নরওয়ে

✔ 2)
ফিনল্যান্ড

3)
ইন্দোনেশিয়া

4)

Hello BCS

জাপান

ব্যাখ্যা : স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে সুমোয় নামে পরিচিত স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ ফিনল্যান্ডের ভৌগোলিক উপনাম হাজার হ্রদের দেশ। নরওয়ের ভৌগোলিক উপনাম নিশীথ সূর্যের দেশ। এছাড়া নরওয়েকে ধীবর বা মৎস্যজীবীদের দেশও বলা হয়। জাপানের ভৌগোলিক উপনাম সূর্যোদয়ের দেশ ও ভূকিকম্পের দেশ। ১৯,১৯,৪৪০ বর্গ কিমি আয়তন বিশিষ্ট বিশ্বের বৃহত্তর দ্বীপ দেশ ইন্দোনেশিয়া ।

12) বাংলাদেশ ও মায়ানমার কে বিভক্তকারী নদী কোনটি?

1) কর্ণফুলী
2) হালদা
✔ 3) নাফ
4) সাংগু

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশ ও মায়ানমার কে বিভক্তকারী নদী তিনটি। যথাঃ মাতামুহুরী, নাফ, সাঙ্গু।

13) তামাবিল সীমান্তের সাথে ভারতের কোন শহরটি অবস্থিত?

1)
করিমগঞ্জ

2)
খোয়াই

3)
পেট্রাপোল

✔ 4)
ডাউকি

ব্যাখ্যা : সিলেটের গোয়াইঘাটের তামাবিল সীমান্তের স্থলবন্দরটি ভারতের মেঘালয় প্রদেশের ডাউকি অঞ্চল ঘেঁষে অবস্থিত। বেনাপোল স্থলবন্দরটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পেট্রোপোল সীমান্তের সাথে লাগানো।

14) পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ কোনটি?

1)
কাস্পিয়ান

✔ 2)
বৈকাল

3)

Hello BCS

মানস সরোবর

4)
ডেড সী (Dead Sea)

ব্যাখ্যা :

বৈকাল হ্রদ রাশিয়ার সাইবেরিয়ার দক্ষিণভাগে অবস্থিত একটি সুপেয় পানির হ্রদ। এটি বিশ্বের গভীরতম হ্রদ। ১৯৯৬ সাল ইউনেস্কো এটিকে ৭৫৪ তম বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করে।

15) সাগরকন্যা কোন এলাকার ভৌগলিক নাম?

1)
টেকনাফ

2)
কক্সবাজার

✔ 3)
পটুয়াখালী

4)
খুলনা

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশের দক্ষিণ প্রান্তে সাগরকন্যা খ্যাত অপরূপ এক জায়গা কুয়াকাটা। পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার লতাচাপালী ইউনিয়নে অবস্থিত এ জায়গায় আছে বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় সমুদ্র সৈকত। একই সৈকত থেকে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দেখার মতো জায়গা দ্বিতীয়টি আর এদেশে নেই। অনিন্দ্য সুন্দর সমুদ্র সৈকত ছাড়াও কুয়াকাটায় আছে বেড়ানোর মতো আরও নানান আকর্ষণ।

16) পূর্বাশা দ্বীপের অপর নাম কি?

1)
নিঝুম দ্বীপ

✔ 2)
দক্ষিণ তালপট্টি

3)
কুতুবদিয়া

4)
সন্দ্বীপ

Hello BCS

ব্যাখ্যা :

সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার অন্তর্গত বঙ্গোপসাগরের অগভীর সামুদ্রিক মহীসোপান এলাকায় জেগে ওঠা উপকূলবর্তী দ্বীপ 'দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ'।

- ভারতে দ্বীপটি ‘পূর্বাশা’ আবার কখনও ‘নিউমুর দ্বীপ’ নামে অভিহিত করা হয়।

17) গ্রিনল্যান্ড দ্বীপের মালিকানা কোন দেশের?

1)
কানাডা

2)
যুক্তরাষ্ট্র

3)
যুক্তরাজ্য

✔ 4)
ডেনমার্ক

ব্যাখ্যা : গ্রিনল্যান্ড উত্তর আটলান্টিক ও আর্কটিক মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত একটি সুবৃহৎ দ্বীপ যা ডেনমার্কের একটি স্ব - নিয়ন্ত্রিত অংশ হিসেবে স্বীকৃত। দ্বীপটির অধিকাংশই আর্কটিক বৃত্তের উত্তর অংশে অবস্থিত। এটি পশ্চিম দিকে ডেভিস প্রণালী ও ব্যাফিন উপসাগর দ্বারা প্রাথমিকভাবে কানাডীয় আর্কটিক দ্বীপপুঞ্জ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং পূর্ব দিকে ডেনমার্ক প্রণালী দ্বারা আইসল্যান্ড থেকে পৃথক হয়েছে।

18) ‘লাইন অব কন্ট্রোল’ কোন দুটি রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী রেখা চিহ্নিত করে?

1)
ইসরাইল ও জর্ডান

✔ 2)
ভারত ও পাকিস্তান

3)
চীন ও তাইওয়ান

4)
দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়া

Hello BCS

ব্যাখ্যা :

- ‘লাইন অব কন্ট্রোল’ দ্বারা ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী রেখাকে চিহ্নিত করা হয়। এটি কাশ্মীরের ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্ত বরাবর কাশ্মীর নিয়ন্ত্রণ রেখা।
- লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল’ বলতে ভারত ও চীনের সীমান্তবর্তী রেখাকে বোঝায়।

ঘরে বসেই পড়ুন আর পরীক্ষা দিন হ্যালো বিসিএস এপে। ওয়েবসাইটে এক্সাম দিতে ভিজিট করুনঃ live.hellobcs.com

Hello BCS